ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ

শেখ হাসিনার মুলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং ঃ ৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৩৯.২০১৫/২০৮ তারিখঃ ২৪/০২/২০২১

বার্তা সম্পাদক
দৈনিক আমাদের সময়
ঢাকা।

বিষয়ঃ **প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ।**

২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে আপনাদের **"দৈনিক আমাদের সময়"** পত্রিকার শেষের পাতায় **" ঢাকা ওয়াসায় ঘুষ লেনদেনই প্রথা"** শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টি গোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপঃ

শিরোনামসহ প্রকাশিত সংবাদটি আপত্তিকর, ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। 'ঢাকা ওয়াসায় ঠিকাদারি কাজ পেতে ঘুষ লেনদেন একটি প্রথায় পরিনত হয়েছে'- প্রতিবেদকের এমন তথ্য মনগড়া এবং ভিত্তিহীন।ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ নিয়ম মোতাবেক সকল টেন্ডার অনলাইনে তথা ই-জিপিতে সম্পন্ন করে থাকে। আর বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প সমূহে তথা বিশ্ব ব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিদেশী সংস্থার তদারকী এবং প্রদত্ত গাইডলাইন অনুসরণ করে সর্বাধুনিক খ্যাতিসম্পন্ন কনসালটেন্ট এর পরামর্শমতে নিয়ম মোতাবেক টেন্ডার আহবান ও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়ে থাকে।

প্রতিবেদক দুদকের বরাত দিয়ে যেসব অভিযোগ দাঁড় করানোর অপচেষ্টা করছেন তা ইতিমধ্যেই দুদক কর্তৃক প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি তদন্তে ঢাকা ওয়াসার বিষয়ে কিছু সম্যস্যা চিহ্নিত করে তা নিরসনের সুপারিশ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পেশ করেছে এবং ঢাকা ওয়াসা সেই আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণও করেছে। অতএব এ বিষয়টি দুদকের তদন্তে ইতিমধ্যেই নিস্পন্ন হয়েছে, যা প্রতিবেদক অবগত নন অথবা ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে গেছেন, যা গ্রহণযোগ্য নয়।প্রতিদেকের উচিত ছিলো সাংবাদিকতার এথিকস অনুযায়ী এসব তথ্যাবলী সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশের আগে একবার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ভাষ্য নেয়া, যা তিনি করেননি।এটা অনাকাংখিত এবং অনৈতিক। এমতাবস্থায়, ঢাকা ওয়াসা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহনে দ্বিধা করবে না।

উল্লেখ্য, একটি কুচক্রী মহল, তাদের অযাচিত স্বার্থ বাধাগ্রস্থ হওয়ায়, বরাবরই বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিষেদাগারে নিয়োজিত ছিলো। বর্তমান ওয়াসা কর্তৃপক্ষ মনে করে, আলোচ্য প্রতিবেদন তাদেরই ধারাবাহিক প্রপাগান্ডার অংশ।তবে সুনিদিষ্ট কোনো অভিযোগ পেলে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেয়, নিয়েছে এবং নিয়ে থাকে। বর্তমান প্রশাসন দুর্নীতির অভিযোগে একাধিক প্রকৌশলী/কর্মচারীকে চাকুরিচ্যুতও করেছে। সুতরাং ঘুষ বা দুর্নীতির বিস্তার নয় বরং বর্তমান প্রশাসন দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরেছে বহুলাংশে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চায়, কারো বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট দুর্নীতির অভিযোগ পেলে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়। প্রতিবেদকের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমান ঢাকা

ওয়াসা প্রশাসন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতিকে সামনে রেখে যাবতীয় ঘুষ/দুর্নীতি বন্ধে অভিযোগ বক্স খোলা সহ একটি শক্তিশালী অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছে, যেই কমিটি সংস্থার ভেতরে যেকেনো অনিয়ম, দুর্নীতি চিহ্নিতকরণে কাজ করছে এবং সেই আলোকে পরবর্তী করণীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এছাড়াও আলাদাভাবে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তাও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সুতরাং স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বর্তমান প্রশাসন শতভাগ আন্তরিক ও তৎপর।

এছাড়া প্রকল্প ব্যয় বাড়ানো, ঠিকাদার নিয়োগে সিন্ডিকেট ও ঘুষ লেনদেন ইত্যাদি ঢালাও অভিযোগ হাস্যকর এবং ভিত্তিহীন। কেননা এর কোনোটাই নিয়ম বহির্ভূতভাবে করা হয়নি। সবকিছুই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দাতা সংস্থা এবং ঢাকা ওয়াসা বোর্ড সম্যক অবগত রেখেই নিয়ম মাফিক সম্পন্ন করা হয় বা হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে এমডি'র একার পক্ষে কোনো একতরফা সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ নেই। সুতরাং এ সব দুর্নীতির অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন।আর একটি প্রকল্পে ধীর গতির বা কম অগ্রগতির পেছনে নানান সংস্থা এবং কার্য-কারণ জড়িত থাকে। এখানে একতরফাভাবে ওয়াসা কর্তৃপক্ষকে দায়ী করার কোনো অবকাশ নেই।

আর কর্মচারীদের ওভারটাইম নিয়ে প্রতিবেদকের তথ্য পুরোনো। বর্তমানে বায়োমেট্রিক হাজিরার মাধ্যমে ওভারটাইম প্রদান করা হয়। সুতরাং এখানে কাজ না করে এক ঘন্টাও বেশি ওভারটাইম নেবার সুযোগ নেই।আর ঢাকা ওয়াসা শতভাগ অনলাইন পদ্ধতিতে বিল জারি এবং আদায় ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। রাজস্ব আদায় নিয়েও প্রতিবেদক যে তথ্য দিয়েছেন তা প্রায় এক যুগ আগের তথ্য। বর্তমান প্রশাসন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' স্লোগানকে ধারণ করে 'ডিজিটাল ওয়াসা' নিশ্চিত করনে শতভাগ না হলেও বহুলাংশে সফল হয়েছে এবং শতভাগ নিশ্চিত করতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

সবশেষে "ঘুরে দাঁড়াও ঢাকা ওয়াসা কর্মসূচী" এর আলোকে ঢাকা ওয়াসা মোটা দাগে বেশকিছু সাফল্য অর্জন করেছে, যা আন্তর্জাতিকভাবেও প্রশংসা কুঁড়িয়েছে। যেমন, রাজস্ব আয় তিন গুণের বেশি বৃদ্ধি পাওয়া, শতভাগ অনলাইন বিলিং সিস্টেম চালুকরণ। রাজধানীর সকল নিম্ন আয়ের বস্তিবাসীদেরকে বৈধ এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ নেটওয়ার্কের আওতায় আনা, সিস্টেম লস ৪০% থেকে ২০% এর নিচে নামিয়ে আনা বিশেষ করে ডিএমএ এলাকায় ৫-৭% নামিয়ে আনা বর্তমান প্রশাসনের অন্যতম সাফল্য। এছাড়া ঢাকা ওয়াসা এডিবি কর্তৃক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার **"বেস্ট ওয়াটার ইউটিলিটি"** হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। সেজন্য ঢাকা ওয়াসাকে দক্ষিণ এশিয়ার রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, ঘুষ-দুর্নীতির ধোয়া তুলে একটি মহল এসব সাফল্যকে ধামাচাপা দিতে বিভিন্ন রকমের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, যা অনাকাঙ্খিত এবং অগ্রহণযোগ্য।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের **"দৈনিক আমাদের সময়"** পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

২৪/২/২০২১

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।